দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 FEB 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

009

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির জাতীয় সম্মেলন

এস এস সি পরীক্ষা বিঘ্নিত হলে সরকারই দায়ী হবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ২৭শে ফেব্রুয়ারী।-- বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির চতুর্থ জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে আজ এখানে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব কামরুজ্জামান বলেছেন, আগামী ৬ই মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য এস এস সি পরীক্ষা বিঘ্নিত হলে সরকারই দায়ী হবে।

তিনি বলেছেন, "এখনো সময় আছে। প্রেসিডেন্ট সাহেবকে আমরা বলেছি, আমাদের দাবী মাত্র ২ দফা। তা মেনে নিলেই ধর্মঘটরত শিক্ষকরা এস এস সি পরীক্ষাসহ সবরকম কাজে যোগ দেবে।"

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নিতে হবে

উদ্বোধনী অধিবেশনে বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, একটি অগণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার চিন্তা করাই অবান্তর। সেজন্য সর্বপ্রথম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাই জনগণের বৃহত্তর লড়াইয়ের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষক সমাজকে আহ্বান জানান।

শিক্ষাব্যবস্থা

বিচারপতি মোহাম্মদ হোসেন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ৩টি বিশেষ দুরবস্থা লক্ষ্য করছেন।

প্রথমতঃ, শিক্ষাখাতে ব্যয় সংকোচন। তদুপরি, যা ব্যয় হয় তার সিংহভাগ চলে যায় সরকারী স্কুল, ক্যাডেট কলেজ, পাবলিক স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খাতে। দেশে বর্তমানে সরকারী, বেসরকারী, ইংরেজী, বাংলা, আরবী, ক্যাডেট, কিণ্ডার গার্টেন, মাদ্রাসা ইত্যাদি হরেক রকম শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একজন করে ছাত্রকে এক জায়গায় জড়ো করলে কেউ কারো কথা বুঝবে না। এ ধরনের বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি 'চিড়িয়াখানার শিক্ষাব্যবস্থা' বলে আখ্যায়িত করেন।

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভেদ ও বিভেদ সৃষ্টির শিক্ষা দেয়া হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের শুধুমাত্র গরীব ও বিত্তবানদের মধ্যেই প্রভেদ ও বিভেদ সৃষ্টি করছে না, বরং শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও এক জঘন্য মনোভাব জাগিয়ে তুলছে। জনাব হোসেন এজন্য অন্ততঃ প্রাথমিক পর্যায়ে একক একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব করেন।

তৃতীয়তঃ, তিনি শিক্ষাঙ্গনে

(শেষ পৃঃ ২-এরকঃ দ্রঃ)

সরকারই দায়ী হবে

(১ম পাতার পর)

লস্ত্রাসের কথা উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষাঙ্গনের কোন কোন স্থানকে বর্তমান শাসকগোষ্ঠি 'সিভিল ক্যাণ্টনম্যাণ্টে' পরিণত করছে। সরকারী ছত্রছায়ায় একশ্রেণীর ছাত্রকে আর্মড ক্যাডেট হিসেবে তৈরী করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

ডঃ মুহম্মদ কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রসঙ্গে বিচারপতি হোসেন বলেন, এ রিপোর্টটি কেন কার্যকর করা হলো না তা নিয়ে শিক্ষক সমাজ কোনদিন গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেননি। শুধুমাত্র এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্যই একটা শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি হতে পারতো।

সম্মেলনের উদ্বোধন

পূর্বাহ্নে বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন এবং ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট সংক্রান্ত আন্দোলনে নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

সংসদে শিক্ষক প্রতিনিধি

সমিতির সভাপতি জনাব কামরুজ্জামান ঘোষণা করেন যে, শিগগিরই তারা সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন করবেন এবং আগামীতে সংসদ নির্বাচনে শিক্ষকদের প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়া হবে বলে তিনি জানান।

ক্ষোভ

তিনি দুঃখ করে বলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে তার এই সমিতি জড়িত নয় বলে হয়ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শিক্ষকদের সমস্যা সম্বন্ধে খুব একটা মাথা ঘামান না। তিনি বলেন, গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ঢাকাতে যে মহাসম্মেলন হয়ে গেল তাতে ধর্মঘটী বেসরকারী শিক্ষকদের সম্পর্কে কিছু বলা উচিত ছিল। শিক্ষকরা আশা করেছিলেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শিক্ষকদের এই জীবনমরণ সংগ্রাম সম্পর্কে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হবেন।

শিক্ষকদের ধর্মঘট

বর্তমানে শিক্ষকদের ধর্মঘট সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমরা খুব একটা আনন্দে এ ধর্মঘটে যাইনি। বাঁচার তাগিদেই আমরা আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি।"

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বেতন বন্ধ করে দেয়া হবে এবং আরো বহু বহু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুমকি দিচ্ছে; কিন্তু শিক্ষকদের দাবীকে যথাযথভাবে বিবেচনা করছে না।

হেনা দাস

সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস হেনা দাস বলেন, ১৯৭৯ সাল থেকে শিক্ষা এবং শিক্ষকদের সংকট শুধু বেড়েই চলছে। তিনি বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতির অবসান দাবী করে 'সকলের জন্য শিক্ষা' ব্যবস্থা চালু করার দাবী জানান।

মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সম্মেলন অভ্যর্থনা পরিষদের সভাপতি জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দৈনিক আজাদীর সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব এম,এ মান্নান এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব কামরুজ্জামান।

সম্মেলনে একমাত্র কুষ্টিয়া ছাড়া বাংলাদেশের সকল জেলা থেকে ২হাজারেরও বেশী শিক্ষক শিক্ষিকা প্রতিনিধি যোগদান করেছেন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

সম্মেলন আগামীকাল শেষ হবে।